ছুটিভোগরত মাননীয় প্রধান বিচারপতি এস,কে, সিন্‌হা মহোদয় গত ১৩/১০/২০১৭ইং তারিখে বিদেশ গমনের প্রাক্কালে একটি লিখিত বিবৃতি উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের নিকট হস্তান্তর করেন। উক্ত লিখিত বিবৃতিটি সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। উক্ত লিখিত বিবৃতি বিভ্রান্তিমূলক। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সুপ্রীম কোর্টের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

গত ৩০/০৯/২০১৭ইং তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি এস,কে, সিন্‌হা মহোদয় ব্যতীত আপীল বিভাগের অন্য ৫ জন বিচারপতি মহোদয়গণকে বঙ্গভবনে আমন্ত্রণ জানান। মাননীয় বিচারপতি মোঃ ইমান আলী মহোদয় দেশের বাহিরে থাকায় উক্ত আমন্ত্রণে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। অপর চারজন, অর্থাৎ মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবদুল ওয়াহ্‌হাব মিঞা, মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, মাননীয় বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী এবং মাননীয় বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার মহোদয়গণ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। দীর্ঘ আলোচনার একপর্যায়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান বিচারপতি এস,কে সিন্‌হা মহোদয়ের বিরুদ্ধে ১১টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সম্বলিত দালিলিক তথ্যাদি হস্তান্তর করেন। তন্মধ্যে বিদেশে অর্থ পাচার, আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি, নৈতিক স্খলন সহ আরো সুনির্দিষ্ট গুরুতর অভিযোগ রহিয়াছে। ইতোমধ্যে মাননীয় বিচারপতি মোঃ ইমান আলী মহোদয় ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর ১ অক্টোবর, ২০১৭ইং তারিখে আপীল বিভাগের উল্লিখিত ৫ জন বিচারপতি মহোদয় এক বৈঠকে মিলিত হইয়া উক্ত ১১টি অভিযোগ (সংযুক্তিসহ) বিশদভাবে পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঐ সকল গুরুতর অভিযোগ সমূহ মাননীয় প্রধান বিচারপতি এস,কে, সিন্‌হা মহোদয়কে অবহিত করা হইবে। তিনি যদি ঐ সকল অভিযোগের ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক জবাব বা সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে বিচারালয়ে বসিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হইবেনা। এই সিদ্ধান্তের পর ঐ দিনই বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় মাননীয় প্রধান বিচারপতি এস,কে, সিন্‌হা মহোদয়ের অনুমতি লইয়া উল্লিখিত ৫ জন বিচারপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের ১৯, হেয়ার রোড, রমনা, ঢাকা বাসভবনে তাঁহার সংগে সাক্ষাৎ করিয়া অভিযোগ সমূহ লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করেন। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার পরেও তাঁহার নিকট হইতে কোন

প্রকার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বা সদুত্তর না পাইয়া আপীল বিভাগের উল্লিখিত মাননীয় ৫ জন বিচারপতি তাঁহাকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যে, 'এমতাবস্থায়, উক্ত অভিযোগ সমূহের সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে একই বেঞ্চে বসিয়া তাঁহাদের পক্ষে বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না'। এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতি এস,কে, সিন্‌হা সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, সেক্ষেত্রে তিনি পদত্যাগ করিবেন। তবে এ ব্যাপারে পরের দিন অর্থাৎ ০২/১০/২০১৭ইং তারিখে তিনি তাঁহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাইবেন। অতপরঃ ০২/১০/২০১৭ইং তারিখে তিনি উল্লিখিত মাননীয় বিচারপতিগণকে কোন কিছু অবহিত না করিয়াই মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ১(এক) মাসের ছুটির দরখাস্ত প্রদান করিলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তা অনুমোদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবদুল ওয়াহ্‌হাব মিঞাকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতির অনুরূপ কার্যভার পালনের দায়িত্ব প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতির পদটি একটি প্রতিষ্ঠান। সেই পদের ও বিচার বিভাগের মর্যাদা সমুন্নত রাখার স্বার্থে ইতঃপূর্বে সুপ্রীম কোর্টের তরফ হইতে কোন প্রকার বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে উপরি-উক্ত বিবৃতি প্রদান করা হইল।

তারিখঃ ১৪/১০/২০১৭ইং

১৪/১০/১৭

(সৈয়দ আমিনুল ইসলাম)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।